ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৯৮ ● কলকাতা ● ২৮ চৈত্র, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ১১ এপ্রিল ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

একাধিক বন্দরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্র

বেবি চক্রবর্তী: দিল্লী

গত কেন্দ্রীয় বাজেটে গোটা দেশে ছড়িয়ে থাকা একাধিক বন্দরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ তহবিল গঠনের ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। জাহাজ শিল্প ও আনুষঙ্গিক শিল্পের উন্নয়নে আগামী পাঁচটি অর্থবর্ষের জন্য ২৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার মেরিটাইম ডেভেলপমেন্ট ফান্ড'-এর আওতায় দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা একাধিক বন্দরে

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

মহুয়াকে নিয়ে 'অ্যাকশনে' মমতা! এরপর হলেই সোজা সাসপেন্ড! সাংসদকে দেওয়া হল 'লাস্ট ওয়ার্নিং'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে নজিরবিহীন সংঘাত! সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনে গিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধিদল। সেখানেই বচসায় জড়িয়ে পড়েন দলের দুই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহুয়া মৈত্র । পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল যে কল্যাণকে গ্রেফতার করতে বলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ।উল্লেখ্য, নানান সময়ে বহুবার বিতর্কে জড়িয়েছেন মহুয়া। এর আগে প্রশ্ন-ঘুষ কাণ্ডে সংসদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল তাঁকে। তা সত্ত্বেও চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর থেকে মহুয়াকেই দাঁড় করিয়েছিল তৃণমূল। এবার তিনিই ফের বিতর্কে জড়ালেন! তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বচসায় জড়ানোর পরেই এই কড়া বার্তা পেলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ।এবার জানা যাচ্ছে, মহুয়াকে নাকি 'সংযত' হতে বলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সূত্র উদ্ধৃত করে একটি

এরপর ৩ পাতায়

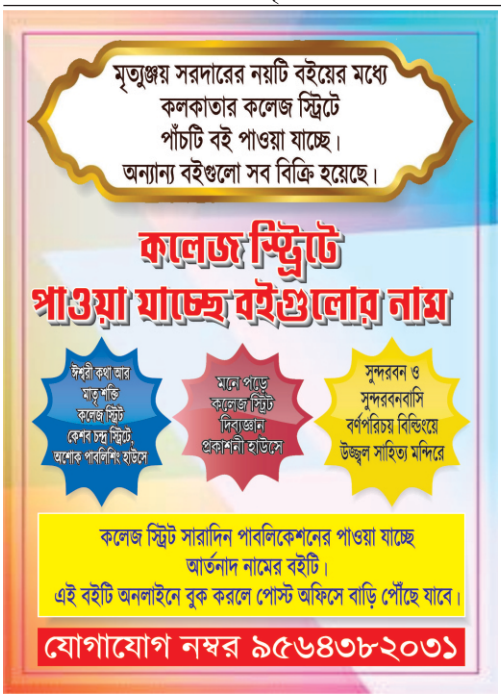

পশ্চিমবঙ্গের ডিজিটাল রূপান্তরে নতুন অধ্যায়, iBUS Network-এর উদ্যোগ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের অন্যতম বৃহৎ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ দ্রুত ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরির পথে এগোচ্ছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন প্রশাসনিক ভবন, বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং গ্রামীণ অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন ও উচ্চ-গতির সংযোগ অনেক ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সংস্থা iBUS Network পশ্চিমবঙ্গে ডিজিটাল পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

বিহারে সাফল্যের পর এবার পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবন, বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং জনপরিসরে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন মোবাইল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে চায় iBUS। বিহারে ইতিমধ্যেই সংস্থাটি ঐতিহাসিক বিহার বিধানসভা, অরণ্য ভবন, সরদার প্যাটেল ভবন, জ্ঞান ভবন এবং বাপু সভাগার-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উন্নত নেটওয়ার্ক পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। UBICO Networks অধিগ্রহণের মাধ্যমে অত্যাধুনিক ইন-বিল্ডিং সলিউশন (IBS) স্থাপন করেছে সংস্থা, যার ফলে ৯৯.৯৫% পর্যন্ত নেটওয়ার্ক আপটাইম নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

এই সাফল্যের স্বীকৃতি দিয়েছে বিহার সরকারও। বিশেষ করে জি-২০ সম্মেলনের আগে জ্ঞান ভবন এবং বাপু সভাগারে দ্রুত নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য প্রশংসিত হয়েছে iBUS। এয়ারটেল, জিও, বিএসএনএল এবং ভোডাফোন-আইডিয়ার মতো প্রধান টেলিকম সংস্থাগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সংস্থাটি বিহারে এক শক্তিশালী ডিজিটাল কাঠামো গড়ে তুলেছে।

iBUS Network-এর চিফ বিজনেস অফিসার মিস্টার সুবাস বাসুদেবন জানিয়েছেন, "বিহারে আমাদের কাজ দেখিয়েছে যে, শক্তিশালী ডিজিটাল পরিকাঠামো কীভাবে নির্বিঘ্ন প্রশাসন, উন্নত জনসেবা এবং ডিজিটাল অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এবার আমরা পশ্চিমবঙ্গে এই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করতে চাই, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক এলাকা এবং জনপরিসরে উন্নত সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হবে।

হকার উচ্ছেদ নিয়ে ছাড়পত্র জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

হুগলি জেলার শ্রীরামপুর রেল স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকা থেকে বেআইনি হকারদের উচ্ছেদে ছাড়পত্র দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশে রেল কর্তৃপক্ষের জারি করা নোটিস অনুযায়ী জবরদখলকারীদের সরানোর পথ খুলে গেছে। রেল সূত্রে জানা গেছে, শীঘ্রই এই অভিযান শুরু হবে, যা কেন্দ্রের 'অমৃত ভারত' প্রকল্পের অংশ। আদালতের নির্দেশ বৃহস্পতিবার মামলার

এরপর ৪ পাতায়

অবিলম্বে ছাড়তে হবে বাংলো, দুপুরেই নোটিস পেলেন দিলীপ ঘোষ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রেলের একটি বাংলো নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল অনেকদিন ধরেই। বিশেষত এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব বারবার অভিযোগ জানাচ্ছিল। এবার সেই বাংলো ছাড়ার নোটিস পেলেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার আচমকা এই নোটিস দেওয়া হয়েছে।এদিকে, বিজেপির দাবি, সরকারি সম্পত্তি জবরদখল করে রেখেছে তৃণমূল। রেলের জমিতে পার্টি অফিস করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? প্রশ্ন তুলছে বিজেপি।মেদিনীপুরের সাংসদ ছিলেন দিলীপ ঘোষ। সেই সূত্রে খড়্গপুরে তাঁর আনাগোনা দীর্ঘদিন ধরেই।

বর্তমানে সাংসদ না থাকলেও মেদিনীপুরকে নিজের ঘাঁটি বলেই উল্লেখ করে থাকেন দিলীপ ঘোষ। সেখানেই রেলের একটি বাংলোয় থাকতেন তিনি। সেটি অবিলম্বে খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বেআইনিভাবে রেলের বাংলো দখল করে রেখেছে দিলীপ ঘোষ, বারবার এমনই অভিযোগে সরব হয়েছে তৃণমূল। এবার খড়্গপুরের সাউথ সাইডের সেই ৬৭৭ নম্বর বাংলো খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রেলের তরফে। বৃহস্পতিবার দুপুরেই বাংলোর দেওয়ালে রেলের তরফে সাঁটানো হয়েছে নোটিস। ২০১৯ সালে তুষারকান্তি ঘোষ নামে এক ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ করা হয় ওই বাংলোটি। তিনিই থাকতে দিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষকে। ২০২০ সালে শেষ হয়ে যায় তুষারকান্তির বাংলোর সময়সীমা। এরপরও সেই বাংলো দখল করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। সেটি এবার খালি করার নির্দেশ দিল রেল।

তৃণমূল নেতাদের অভিযোগ, অবৈধভাবে দখল করা ছিল ওই বাংলো। অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছেন বলে অভিযোগ ওঠে। নোটিস দিয়ে তুষারকান্তিকে শোকজ করা হয়েছে রেলের তরফে। হাজির হয়ে তাঁকে জবাব দিতে হবে।

(১ম পাতার পর)

মহুয়াকে নিয়ে 'অ্যাকশনে' মমতা! এরপর হলেই সোজা সাসপেন্ড! সাংসদকে দেওয়া হল 'লাস্ট ওয়ার্নিং'

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছে।

এই প্রথম নয়, তৃণমূলের অন্দরে এর আগেও মহুয়াকে নিয়ে ক্ষোভ দেখা গিয়েছে। তাঁর জেলারই একাধিক নেতা, বিধায়ক মমতাকে চিঠি দিয়ে নালিশ করেছিলেন। এবার শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন মহুয়া। সেই ঘটনা সূত্রে গত মঙ্গলবার একটি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ক্ষোভ উগড়ে দেন কল্যাণ।

কৃষ্ণনগরের সাংসদের নাম না নিয়েই সুর চড়ান শ্রীরামপুরের এমপি। সেই সঙ্গেই নিশানা করেন সৌগত রায়, কীর্তি আজাদকেও। প্রথমে এই বিষয়ে তৃণমূলের তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছিল না। এবার জানা গেল, মহুয়াকে কড়া বার্তা দিয়েছেন খোদ দলনেত্রী।

সূত্র উদ্ধৃত করে সংশ্লিষ্ট সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, তৃণমূলেরই এক শীর্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে ফোনে মহুয়াকে 'সংযত' হওয়ার বার্তা দিয়েছেন মমতা। এরপরেও সংযত না হলে দল চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেবে। তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় সূত্র উদ্ধৃত করে ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, সাসপেন্ড করার মতো কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলে মহুয়াকে জানানো হয়েছে। এদিকে বাংলা হান্টের তরফ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল, এবার হয়তো মহুয়ার বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নিতে পারে দল। এবার সেই খবরেই কার্যত শিলমোহর পড়ল। কল্যাণের সঙ্গে সংঘাতের পর জানা গেল, খোদ মমতার থেকে কড়া বার্তা পেয়েছেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ।

(১ম পাতার পর)

একাধিক বন্দরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্র

চলবে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ। এবার বাংলার দুই বন্দর কলকাতা ও হলদিয়াকে ঘিরে মোদি সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরল রাজ্য বিজেপি। ফেসবুক ও এক্স হ্যান্ডেলে নিজেদের অফিসিয়াল পেজে রাজ্য বিজেপি দাবি করেছে, আগামী দিনে কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের আধুনিকীকরণে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করতে চলেছে মোদি সরকার। রাজ্য সরকারের স্থানীয় 'বাধা' সত্ত্বেও, আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের দুই বন্দরের উন্নয়নের যে বিশেষ উদ্যোগী সেকথাও ফুটে উঠেছে এই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে। বন্দরের যা জুটেছে, তা দূরবীনেও দেখা যাবে না।সেই সময় বিএমএস-এর রাজ্য সভাপতি প্রদীপকুমার বিজলি অবশ্য জানান, 'অন্য বন্দরের সঙ্গেই হলদিয়ার পরিকাঠামো উন্নয়ন হবে।

নবকার মহামন্ত্র দিবস : মহাবীর জয়ন্তী উদযাপন

নতুন দিল্লি, ১০ এপ্রিল ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী - "জৈন সাহিত্য ভারতের বৌদ্ধিক মহিমার মেরুদণ্ড। এই জ্ঞানকে সংরক্ষণ করা আমাদের দায়িত্ব।"

ভারত শ্রদ্ধার সঙ্গে উদযাপন করছে মহাবীর জয়ন্তী। জৈনদের ২৪তম তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীরের জন্মদিনটি গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য এবং প্রগাঢ় শান্তি অনুরণিত করে। উৎসবের থেকে বেশি, এটি সহমর্মিতা, আত্মসংযম এবং সত্যে নিবেদিত এক জীবনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য। দ্বন্দ্ব এবং কোলাহলপূর্ণ বিশ্বে ভগবান মহাবীরের অহিংসা, সত্য এবং আত্মজাগরণের চিরায়ত বাণী এখন আরও বেশি মানবিক এবং সম্প্রীতির অবস্থানের লক্ষ্যে উজ্জ্বল পথ দেখাচ্ছে অগণিত মানুষকে।

এবছর মহাবীর জয়ন্তীর ভাবনাটি জোরালো ভাবে উঠে এসেছে ৯ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা নবকার মহামন্ত্র দিবসের উদ্বোধনে।

"নবকার মন্ত্র শুধুমাত্র একটি মন্ত্র নয়, বরং এটি আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্র এবং জীবনের সারমর্ম"

নবকার মন্ত্র , প্রাণশক্তি, স্থৈর্য এবং আলোর ছন্দোময় প্রবাহ

এরপর ৬ পাতায়

বুধবার গভীর রাত থেকেই চাকরি হারারা জমায়েত শুরু করেছে SSC অফিসের সামনে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা:- চাকরি হারাদের আন্দোলনকে রুখতে বুধবার পুলিশ শিক্ষকদের উপর ব্যাপক লাঠি চালায়। শিক্ষকদের পেতে লাথি মারতেও দেখা যায় পুলিশ কর্মীকে। কিন্তু এভাবেও তাদের আন্দোলন থামাতে পারে নি। বুধবার রাত বাড়ার পর জমায়েত শুরু হয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের দফতর তথা আচার্য সদনের বাইরে। বুধবার রাত ১০ টার কিছু আগে থেকে শুরু হয়েছে সেই জমায়েত। কয়েকজন চাকরিহারা শিক্ষক উপস্থিত হয়েছেন সেখানে। তাঁরা আচার্য সদনের বাইরেই রাত কাটাবেন বলে জানিয়েছেন।

জমায়েত হওয়ার পর সেখানে পৌঁছয় পুলিশ। পুলিশের তরফে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা হয়। পরে আচার্য সদনের বাইরে বিএনএস-এর ১৬৩ ধারার নোটিস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের এখনো হাতিয়ার ১৬৩ ধারা। তবে তাতেও পিছপা হতে নারাজ আন্দোলনকারীরা। রাতেই সেখানে পৌঁছলেন বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৬৩ ধারার নোটিস ঝুলিয়ে দেওয়ার পরও আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, তাঁরা সেখানেই রাত কাটাবেন। এক আন্দোলনকারী বলেন, “আমাদের একটাই দাবি, ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ প্রকাশ করা হোক। এই অফিসের সামনেই আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।” তারা আনোলকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করতে চায়। তাদের প্রধান দাবি সরকার অযোগ্যদের লিস্ট প্রকাশ করুক। কিন্তু সরকার তা কিছুতেই করবে না।

সম্পাদকীয়

আরবিআই ২০২৫-এর এপ্রিল মাসের সর্বশেষ নীতি ঘোষণা করেছে

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি সংক্রান্ত কমিটি তার ৫৪-তম বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে রেপো রেটের পরিমাণ ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরফলে রেপো রেটের পরিমাণ দাঁড়ালো ৬ শতাংশ। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কমিটির এটিই প্রথম বৈঠক। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে অর্থ ধার হিসেবে দেয় তাকে বলা হয় রেপো রেট। এই রেপো রেটের পরিমাণ হ্রাস করার উদ্দেশ্য হল, এর ফলে বিনিয়োগ বাড়বে এবং ব্যাঙ্কগুলি আরও বেশি ঋণ দেবে। এই সিদ্ধান্ত এমন এক সময়ে নেওয়া হল, যখন আন্তর্জাতিক স্তরে আর্থিক ব্যবস্থা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অশোধিত তেলের দাম কমছে, মার্কিন ডলার দুর্বল হচ্ছে, শেয়ার মার্কেটে উত্থান-পতন নজরে আসছে। এই আবহে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি তাদের নিজ নিজ দেশের সমস্যার কথা বিবেচনা করে নীতিমালায় পরিবর্তন আনছে।

ভারতে অবশ্য আর্থিক ক্ষেত্রের উন্নতি নজরে আসছে। খাদ্য দ্রব্য সহ বিভিন্ন সামগ্রীর মূল্য হ্রাস হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে আবহাওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও এদেশের নাগরিকদের জন্য কিছু সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নীতি সংক্রান্ত প্রতিবেদনে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্ক জানিয়েছে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে জিডিপি-র পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থ বর্ষের হার বজায় রাখবে- ৬.৫ শতাংশ। জিডিপি প্রথম ত্রৈমাসিকে ৬.৫ শতাংশ, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ৬.৭ শতাংশ, তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ৬.৬ শতাংশ এবং চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ৬.৩ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি বজায় থাকবে। গ্রামাঞ্চলের চাহিদা মিটিয়ে ভালো খাদ্যশস্য মজুত রাখা যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, পরিষেবা ক্ষেত্র শক্তিশালী থাকবে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(কুড়িতম পর্ব)

মারা যায়। বাণিজ্যের নৌকা ডুবে গেলে চাঁদ সব হারিয়ে সর্বশান্ত হয়। তারপরও মনসার পূজাতে রাজী হয় না সে। অন্যদিকে চাঁদের বউ সনকা মনসার ভক্ত। মনসার বরে সে এক পুত্র জন্ম দেয়। নাম লখিন্দর। যদি চাঁদ মনসার পূজা না দেয় তবে লখিন্দর বাসর ঘরে সাপের কামড়ে মারা যাবে। এসব জেনেও চাঁদ লখিন্দরের সাথে উজানীনগরে বেহুলার বিয়ে ঠিক করে। চাঁদ সওদাগর অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে এমন বাসর ঘর তৈরি করেন যা সাপের পক্ষে ছিদ্র করা সম্ভব নয়।কিন্তু সকল সাবধানতা স্বত্ত্বেও মনসা তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সমর্থ হয়।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

হকার উচ্ছেদ নিয়ে ছাড়পত্র জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট

শুনানিতে হাইকোর্ট স্পষ্ট করেছে, শ্রীরামপুর স্টেশন এলাকায় বেআইনি জবরদখলের বিরুদ্ধে রেলের পদক্ষেপ বৈধ। অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল আদালতকে জানান, হাওড়ার ডিআরএম হকারদের নথি জমা দেওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু একজনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। এরপর বিচারপতি অমৃতা সিনহা রেলের উচ্ছেদ পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত নেন। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ইস্টার্ন রেলওয়ে হাওড়া ডিভিশন হকার ইউনিয়ন এই নোটিসের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করে। তাঁদের দাবি ছিল, এই উচ্ছেদ হকারদের জীবিকা কেড়ে নেবে। গত শুনানিতে আদালত ডিআরএম-কে হকারদের নথি যাচাইয়ের নির্দেশ দিয়েছিল।হকার ইউনিয়নের আইনজীবী শীর্ষান্য বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে বলেন,এই হকাররা দীর্ঘদিন ধরে এখানে ব্যবসা করছেন। লাইসেন্স না থাকলেও তাঁরা স্থানীয় বাসিন্দা। এটাই তাঁদের একমাত্র আয়ের উৎস।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তিনি তাকে বর চাইতে বললেন । শনি দেব তখন বললেন ওহে ভগবান ,আমার শুভ দৃষ্টি পড়লে যেমন কারো ধন সম্পত্তি ঘর সন্তান ইত্যাদি সুখি ও সম্পন্ন হয় তেমনি কু দৃষ্টি পড়লে যেন যার উপর পড়বে তার যেন সব ছারখার হয়ে যায় ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

রাজ্যে ওয়াকফ বিল কার্যকর হবে না - ফিরহাদ হাকিম

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা:- ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতির সই হয়ে ওয়াকফ বিল আইনের পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কোনো অঙ্গরাজ্যে সেই বিল কি বাতিল করতে পারে? এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অথচ ফিরহাদ হাকিম তাই বলেছেন। রাজ্যজুড়ে সর্বত্র নয়া ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদ হচ্ছে। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর-সুতিতে দফায়-দফায় বিক্ষোভ হয়েছে। অশান্তির ঘটনাও ঘটেছে। তবে, এ রাজ্যে ওয়াকফ আইন কার্যকরী হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বুধবার মেদিনীপুরে এমকেডি-এ রিভিউ বৈঠকে হয়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। পরে মিটিং শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সেই প্রসঙ্গেই তিনি জানান, "ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা করে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রেজুলিউশন নেওয়া হয়েছিল। সেই রেজুলিউশন পাঠানো হয়। তারপরও সেই ওয়াকফ বিল পাস হয়, যেটা অন্যায়। কারণ, সংবিধানে লেখা আছে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি তাদের হাতেই থাকবে। তাই এটা অন্যায় এবং অসাংবিধানিক।ওই বৈঠকে মেদিনীপুর ও খড়গপুরের উন্নয়নের বেশ কিছু প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে সেগুলি যাতে দ্রুত কাটিয়ে মেদিনীপুর খড়গপুর উন্নয়ন পর্ষদের মাধ্যমে দ্রুত সম্পন্ন করা যায়, সেই বিষয়েও এই বৈঠকে আলোচনা করা হয়। সাংবাদিকদের তিনি আরও বলেন, "বিজেপি এটা করেছে হিন্দু ভোট ও মুসলমান ভোটের জন্য। এটা বিরোধিতা আমরা করব। কিন্তু বাংলায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাসী। ফলে সংখ্যালঘুরা দুঃখিত হবেন এমন কাজ মুখ্যমন্ত্রী করবেন না। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এখানে এই আইন কার্যকর হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।" কিন্তু এটা করলে যে সাংবিধানিক সংকট তৈরী হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

প্রধানমন্ত্রী ১১ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ সফর করবেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১১ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ সফর করবেন। সফরকালে তিনি বারাণসীতে বেলা ১১টার সময় একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। এই প্রকল্পগুলির মোট আর্থিক মূল্যের পরিমাণ ৩,৮৮০ কোটি টাকার বেশি। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক জনসভায় তিনি ভাষণও দেবেন।

শ্রী মোদী এরপর মধ্যপ্রদেশ যাবেন। তিনি ইসাগড়-এ গুরুজি মহারাজ মন্দিরে বিকেল ৩:১৫ মিনিটে দর্শন করবেন এবং পুজো দেবেন। এরপর বিকেল ৪:১৫ মিনিটে আনন্দপুর ধামে একটি অনুষ্ঠানে শ্রী মোদী যোগদান করবেন এবং জনসভায় ভাষণ দেবেন।

উত্তরপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বারাণসীতে ৩,৮৮০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। তিনি সড়ক যোগাযোগ সহ পরিকাঠামো উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। বারাণসী অঞ্চলে শ্রী মোদী বিভিন্ন সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। বারাণসী রিং রোড এবং সারনাথের মধ্যে একটি সেতু, ভিখারীপুর এবং মাড়ুয়াদি-র মধ্যে উড়ালপুল এবং বারাণসী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের নীচে একটি সুড়ঙ্গ নির্মাণ প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন।

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী ৪০০ কেভির দুটি এবং ২২০ কেভির একটি সাবস্টেশন উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও জৌনপুর, চান্দৌলি এবং গাজিপুর জেলায় সরবরাহ লাইনের উদ্বোধন করবেন। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ৪৫ কোটি টাকার বেশি। এছাড়াও বারাণসীর চৌকা ঘাটে ২২০ কেভি, গাজিপুরে ১৩২ কেভি সাবস্টেশন নির্মাণের জন্য তিনি শিলান্যাস করবেন। এরফলে বারাণসী শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাপনা উন্নত হবে। এই প্রকল্পগুলি নির্মাণে ব্যয় হবে ৭৭৫ কোটি টাকা।

প্রধানমন্ত্রী পিএসি রামনগর ক্যাম্পাসে পুলিশ লাইন এবং ব্যারাকে একটি ট্রানজিট হস্টেলের উদ্বোধন করবেন। নিরাপত্তা কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্যই এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন থানায় প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ এবং পুলিশ লাইনে একটি আবাসিক হস্টেলের শিলান্যাস করবেন তিনি।

প্রত্যেকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে শ্রী মোদী একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এর মধ্যে রয়েছে পিন্দ্রায় সরকারি পলিটেকনিক কলেজ, বারকি গ্রামে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল রাষ্ট্রীয়

এরপর ৬ পাতায়

(৩ পাতার পর)

নভকার মহামন্ত্র দিবস : মহাবীর জয়ন্তী উদযাপন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাটে তাঁর নিজের শিকড়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, কীভাবে জৈন আচার্যরা খুব ছোট বয়স থেকে তাঁর ধারণাকে গড়ে তুলে ছিলেন। এই ব্যক্তিগত যোগাযোগটি তাঁর বার্তায় ফুটে উঠেছে যে, জৈনবাদ শুধুমাত্র ঐতিহাসিক নয়, বরং গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে, এমন এক ভারতে যে ভারত বেড়ে উঠতে চায় কিন্তু তার শিকড়ের সঙ্গে দৃঢ় সংযোগ না হারিয়ে।

এই প্রাসঙ্গিকতা খচিত আছে আধুনিক ভারতের স্থাপত্য এবং সাংস্কৃতিক নক্সায়। সে নতুন সংসদ ভবনের প্রবেশ পথে সাম্মেদ শিখর হোক বা বিদেশ থেকে প্রাচীন তীর্থঙ্কর মূর্তিগুলি ফেরানোই হোক। এগুলি শুধুমাত্র স্মৃতি ভারের শিল্পবস্তু নয়, এরা ভারতের আধ্যাত্মিক চলমানতার জীবন্ত প্রতীক।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জলবায়ু পরিবর্তনকে আজকের দিনের সবচেয়ে বড় সঙ্কট বলে বর্ণনা করে বলেন, এর সমাধান আছে সুস্থায়ী জীবনযাপনে, যা জৈন সম্প্রদায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অভ্যাস করে এসেছে। জৈন সম্প্রদায় সারল্য, সংযম এবং সুস্থায়িত্বের নীতি মেনে জীবনযাপন করছে শতাব্দীর পর শতাব্দী । ভগবান মহাবীরের সময়ের শিক্ষাগুলি সুন্দরভাবে মিশেছে মিশন লাইফ (পরিবেশের জন্য জীবনশৈলী)-এর সঙ্গে, সুস্থায়ী জীবনের জন্য দেশের আহ্বান।

জৈনবাদের ফলকে লেখা আছে "পরস্পরোপগ্রাহো জীবনম", যার অর্থ সব জীবনে পারস্পরিক নির্ভরতা দেয় গভীর পরিবেশগত বিশ্ব চেতনা।

নতুন ভারতের জন্য ৯টি সংকল্প -

ভারতীয় এবং জৈন প্রথায় নয়ের শক্তির প্রতি কাব্যিক শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নভকার মন্ত্রের ৯টি সংকল্পের কথা বলেন যার প্রতিটি জ্ঞান, কার্য, সম্প্রীতি এবং শিকড় না ভুলে অগ্রগতির প্রতি দায়বদ্ধতাকে বোঝায়। তিনি বলেন, কীভাবে একটি মন্ত্র ৯বার বললে বা এর গুণিতকে যেমন ২৭, ৫৪ অথবা ১০৮ বার পড়লে আধ্যাত্মিক সম্পূর্ণতা এবং বৌদ্ধিক স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয়।

প্রথম সংকল্প : জল সংরক্ষণ - প্রতিটি জলের ফোঁটাকে মূল্যদান এবং সঞ্চয় করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর।

দ্বিতীয় সংকল্প : মায়ের নামে বৃক্ষ রোপণ - সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ১০০ কোটির বেশি বৃক্ষ রোপণ এবং প্রত্যেককে তাদের মায়ের নামে বৃক্ষ রোপণ এবং তাঁর আশীর্বাদের মতো লালন-পালন করার আহ্বান।

তৃতীয় সংকল্প : পরিচ্ছন্নতা মিশন - প্রতিটি রাস্তায়, পাড়ায় এবং শহরে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বোঝা এবং পরিচ্ছন্নতা রক্ষা।

চতুর্থ সংকল্প : ভোকাল ফর লোকাল - স্থানীয় স্তরে তৈরি পণ্যের প্রসার, তাদের আন্তর্জাতিক করে তোলা এবং ভারতের মাটির গন্ধ মেশা পণ্যকে সমর্থন।

পঞ্চম সংকল্প : ভারতকে আবিষ্কার করুন - বিদেশে যাওয়ার আগে ভারতের বৈচিত্র্যময় রাজ্যগুলি, সংস্কৃতি এবং অঞ্চলগুলি আবিষ্কার করা, দেশের প্রত্যেকটি কোণের অনন্যতা এবং মূল্যের ওপর জোর।

ষষ্ঠ সংকল্প : প্রাকৃতিক চাষের ব্যবহার - জৈন নীতি "একটি জীবন্ত প্রাণীর উচিত নয় অন্যের ক্ষতি করা" এবং ধরিত্রী মাকে রাসায়নিক থেকে মুক্ত করার জন্য কৃষকদের সহায়তা এবং প্রাকৃতিক চাষের প্রসার।

সপ্তম সংকল্প : স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা - মিলেট (শ্রী অন্ন) সহ ভারতীয় খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করা, ১০ শতাংশ তেলের ব্যবহার কমানো এবং অভ্যাসের পরিবর্তন ও সংযমের মাধ্যমে স্বাস্থ্য রক্ষা।

অষ্টম সংকল্প : যোগা এবং ক্রীড়াকে অন্তর্ভুক্ত করা - যোগা এবং ক্রীড়াকে দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ করে তোলা সে বাড়িতে হোক বা কাজের জায়গায়, স্কুলে অথবা পার্কে দৈহিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি নিশ্চিত করতে।

নবম সংকল্প : দরিদ্রকে সাহায্য - সেবার মূল তাৎপর্য হিসেবে হাত ধরে অথবা থালা ভরে বঞ্চিতদের সাহায্য।

এই সংকল্পগুলির সাযুজ্য আছে জৈনবাদের নীতি এবং সুস্থায়ী সম্প্রীতিপূর্ণ ভবিষ্যতের ভাবনার সঙ্গে।

প্রাকৃত এবং পালি-তে রচিত জৈন সাহিত্য গভীর রত্নভাণ্ডার। এই ভাষাগুলিকে ধ্রুপদী মর্যাদা দান এবং জ্ঞান ভারতম মিশন-এর অধীনে জৈন পুঁথিগুলি ডিজিটাইজ করার সরকারি উদ্যোগ এই প্রাচীন প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

২০২৪-এর মার্চে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কার্যক্রম (পিএমজেভিকে) কর্মসূচির অধীনে ইন্দোরে দেবী অহল্যা বিশ্ববিদ্যালয় (ডিএভিভি)-এ 'সেন্টার ফর জৈন স্টাডিজ'-এর প্রকল্প অনুমোদন করে। ২৫ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় তৈরি এই কেন্দ্রের লক্ষ্য জৈন ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং প্রসার, আন্তঃবিভাগীয় গবেষণা এবং জীবনশৈলী হিসেবে জৈনবাদের বিষয়ে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি। প্রাচীন জৈন পুস্তকের ডিজিটাইজেশনে সহায়তা করবে এটি, গবেষণায় সাহায্য করবে এবং জৈন শিক্ষা, প্রথা এবং আচারের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের জন্য হাব হিসেবে কাজ করবে। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ এবং সচেতনতার প্রসারও ঘটাবে।

সংকল্প বিষয়ক মন্ত্রক অতীতে পুঁথির ডিজিটাইজেশন, জ্ঞান আদান-প্রদান এবং জৈন প্রথা নিয়ে গবেষণার প্রসারের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছিল।

২০২৪-এ মহাবীর জয়ন্তীতে ২,৫৫০ তম ভগবান মহাবীর নির্বাণ মহোৎসব উপলক্ষে স্মারক ডাক টিকিট এবং মুদ্রা প্রকাশ করা হয়েছিল।

যখন ভারত উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে, তখন আত্মজিজ্ঞাসা, সহমর্মিতা এবং সত্যের বিষয়ে ভগবান মহাবীরের বার্তা আলোকবর্তিতা হিসেবে কাজ করছে। নভকার মন্ত্রের সম্প্রীতি, সাধু সংঘ এবং আন্তঃনির্ভর জীবন যা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির জন্য নয়, বরং সারা বিশ্বের জন্য।

(৫ পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী ১১ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ সফর করবেন

মহাবিদ্যালয়, ৩৫৬টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং ১০০টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র। তিনি স্মার্ট সিটি মিশনের আওতায় ৭৭টি প্রাথমিক স্কুলের ভবনের সংস্কার এবং বারাণসীর চোলাপুরে কস্তুরবা গান্ধী স্কুলের একটি নতুন ভবন নির্মাণের শিলান্যাসও করবেন। বারাণসীতে ক্রীড়া ক্ষেত্রের মানোন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী, উদয় প্রতাপ কলেজে ফ্লাড লাইটের সুবিধা যুক্ত একটি কৃত্রিম হকি টার্ফ এবং গ্যালারি ও শিবপুরে একটি মিনি স্টেডিয়াম প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন।

প্রধানমন্ত্রী গঙ্গা তীরে নবরূপে সজ্জিত সামনে ঘাট এবং শাস্ত্রী ঘাট, জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় ১৩০টি গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এছাড়াও বারাণসী পুরসভার ৬টি ওয়ার্ড সহ শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের সৌন্দর্যায়নের জন্য বেশ কিছু মূর্তি এবং ছবির উদ্বোধন করবেন তিনি।

শ্রী মোদী হস্তশিল্পীদের জন্য এমএসএমই ইউনিটি মল, মোহসরাইয়ে ট্রান্সপোর্ট নগর প্রকল্পের পরিকাঠামো উন্নয়ন, ভেলুপুরে ডারুটিপি-তে ১ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প, ৪০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য কমিউনিটি হল এবং বারাণসী শহরের বিভিন্ন উদ্যানের সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন ।

প্রধানমন্ত্রী ৭০ বছরের উর্ধে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য আয়ুষ্মান বয়ো বন্দন কার্ড হস্তান্তর করবেন। তিনি স্থানীয় বিভিন্ন সামগ্রীর ভৌগোলিক সুযোগ সম্বলিত পরিচিতিপত্র প্রদান করবেন। এর মধ্যে রয়েছে তবলা, চিত্রকর্ম, শীতল পানীয়, তিরঙ্গা বরফি সহ নানা সামগ্রী। উত্তরপ্রদেশে বনস ডেয়ারির সঙ্গে যুক্ত দুগ্ধ সরবরাহকারীদের ১০৫ কোটি টাকার বোনাস হস্তান্তর করবেন তিনি।

মধ্যপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী

ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে প্রসারিত করার যে প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি মধ্যপ্রদেশের অশোকনগর জেলায় ইসাগড়ে আনন্দপুর ধাম দর্শন করবেন। তিনি গুরুজি মহারাজের মন্দিরে পুজো দেবেন এবং আনন্দপুর ধামের আশ্রম চত্বর ঘুরে দেখবেন।

আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক উদ্দেশ্যে আনন্দপুর ধাম প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩১৫ হেক্টর জমিতে গড়ে ওঠা এই ধামে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত একটি গোশালা রয়েছে যেখানে ৫০০-র বেশি গবাদি পশুকে প্রতিপালন করা হয়। আনন্দপুর ট্রাস্ট চত্বরে কৃষিভিত্তিক নানা উদ্যোগ ছাড়াও সুখপুরে একটি দাতব্য হাসপাতাল, স্কুল এবং বিভিন্ন সৎসঙ্গ কেন্দ্র এই ট্রাস্ট পরিচালনা করে।

সিনেমার খবর

সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল আমির-রণবীরের হাস্যরসাত্মক ভিডিও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সম্প্রতি নতুন একটি বিজ্ঞাপনে মজাদার ভঙ্গিতে ধরা দিয়েছে বলিউডের দুই সুপারস্টার রণবীর কাপুর এবং আমির খান। আবার সেই মজাই এবার অন্যদিকে মোড় নিল। কেননা র‍্যাপিড-ফায়ার ক্যুইজ রাউন্ডে মেতে উঠেছিলেন দুই তারকাই। নিজেকে ভুলবশত 'রণবীর সিং' বলে সম্বোধন করে বসেন রণবীর কাপুর। এমন পরিস্থিতিতে আমিরের মুখে যেন কথাই সরছিল না।

স্যোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল সেই ভিডিও ক্লিপে দেখা যায়, রণবীরের উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি ঝটিকা প্রশ্ন করেছেন আমির। একপর্যায়ে ভারতের বিখ্যাত কুস্তিগীরের নাম জিজ্ঞাসা করা হলে রণবীর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, 'দারা সিং।' এরপর 'ফ্লাইং শিখ'-এর জবাবে অভিনেতা বলেন 'মিলখা সিং।' এবার আমির প্রশ্ন করেন যে, 'তোমার সেলসম্যান মুভির নাম কী?' জবাবে রণবীর আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বলেন যে, 'রকেট সিং।' এরপর আমির বলেন, 'তোমার নাম?' তৎক্ষনাৎ অভিনেতা রণবীর কাপুরের পরিবর্তে বলে বসেন 'রণবীর সিং'। ভুলটা বুঝতে পেরে অবশ্য ঠিক করে নেন রণবীর। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এতে হাসিতে ফেটে পড়েছিলেন আমির।

আসলে এই মজাদার কথোপকথনটি ছিল তাঁদের সাম্প্রতিক ড্রিম১১ বিজ্ঞাপনের ক্যাম্পেইন। এই বিজ্ঞাপনটি পরিচালনা করেছেন নীতেশ তিওয়ারি। আসলে বিজ্ঞাপনটিতে রয়েছেন বিখ্যাত ক্রিকেট তারকারা। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রোহিত শর্মা, ঋষভ পন্থ, হার্দিক পাণ্ড্য, আর. অশ্বিন এবং জসপ্রীত বুমরাহ।

এর আগেই এই বিজ্ঞাপন নিয়ে জোরদার চর্চা শুরু হয়েছিল। কারণ আলিয়া ভাট নিজেই ইনস্টাগ্রামে একটি টিজার ভাগ করে নিয়েছিলেন। বলিউডের কিংবদন্তি তারকাদের এই কোল্যাবোরেশন নিয়ে তখন থেকেই জোর চর্চা শুরু হয়েছিল। অভিনেত্রী নিজের পোস্টের ক্যাপশনে লিখেছেন, "সেরাদের একটি যুদ্ধ। আমার দুই প্রিয় অভিনেতা একে অপরের বিপক্ষে... দারুণ মজাদার কিছুর জন্য দেখতে থাকুন... আরও মজাদার কিছু আসছে আগামিকাল... আমি জানি আপনাদের বিষয়টি ততটাই ভাল লাগবে, যতটা আমার ভাল লেগেছে।"

প্রকাশিত সেই টিজারের পোস্টারে আমির আর রণবীরকে দেখা গিয়েছে। তাঁদের জন্য লেখা রয়েছে 'দ্য আল্টিমেট ব্লকবাস্টার' এবং 'দ্য গ্রেট রাইভ্যালরি অফ দ্য ইয়ার'। যা উত্তেজনা তৈরি করেছে। ভিডিও-য় ভক্তদের উদ্দেশ্যে আলিয়া মজা করে বলেন যে, "আপনাদের এটা দেখানোর জন্য আমি অপেক্ষা করেছিলাম। আমার দুই প্রিয় অভিনেতাকে একসঙ্গে দেখা যাবে, একে অপরের বিপক্ষে। আমি তো আপনাদের দেখাতেই ভুলে গিয়েছি... বিশ্বাস হচ্ছে না? আমারও বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু এটা সত্যিকারের আর দুর্দান্ত। অপেক্ষা করে থাকুন।"

ছয় বছর লিভ ইনে ছিলেন জিৎ-স্বস্তিকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সময়টা ২০০৪ থেকে ২০০৮ সাল, একটানা ৪ বছর একটির পর একটি হিট সিনেমা দর্শকদের উপহার দিয়েছেন জিৎ-স্বস্তিকা জুটি। দীর্ঘদিন কাজ করতে গিয়ে ঘটনাক্রমে জিতের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন অভিনেত্রী। তবে সেই সম্পর্কে পরে ইতি টানেন দু'জনেই। পথ ভিন্ন হয়ে যায় টলিউডের জনপ্রিয় এই তারকাদের।

তবে সম্পর্কে বিচ্ছেদের পর কাঁদা ছোড়াছুড়ি বা একে অপরকে নিয়ে জনসমক্ষে মন্তব্য করা, কোনোটিই করেননি জিৎ-স্বস্তিকা। অবশ্য দীর্ঘদিন পর গত বছর জিতের জন্মদিনে উইশ করতে গিয়ে সকলের সামনে অভিনেতার প্রতি ভালোবাসার কথা স্বীকার করেন স্বস্তিকা।

স্বামীর সঙ্গে স্বস্তিকার সংসার ভাঙার পর 'মাস্তান' ছবিতে কাজ করেছিলেন জিতের বিপরীতে। সেখানেই তাদের বন্ধুত্ব হয়। যা পরে গড়ায় প্রেমে। এমনকি পার্টি থেকে ছবির প্রচার, সব জায়গাতেই একসঙ্গে যেতেন। অভিনেত্রীর পরিবারের সঙ্গেও তার দারুণ সম্পর্ক ছিল।

জানা যায়, যখন তারা আলাদা হয়ে যান, স্বস্তিকার পরিবারের লোকজন নাকি খুব একটা খুশি হননি। সম্প্রতি ইন দ্য রিং, ফিল্মফেয়ার বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানান, জিতের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তার বোন অজপা প্রচুর কান্নাকাটি করেছিল। শুধু তাই নয়, সম্পর্ক ভাঙার জন্য বোনকেই কাঠগড়ায় তুলেছিল।

এসময় অনেকটা মজা করেই জিতের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক নিয়েও কথা বলেন স্বস্তিকা। তিনি জানান, মেয়ের সঙ্গে জিতের বন্ডিং ভাল ছিল। তারপর মেয়ে যত বড় হয়েছে, জিতের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙা নিয়ে মাকেই কথা শুনিয়েছে।

অভিনেত্রীর ভাষ্যে, 'এখনও যে সম্পর্ক নিয়ে ওর অসুবিধা নেই, সেটা হলো জিতের সঙ্গে সম্পর্ক। ৬ বছর আমরা একসঙ্গে ছিলাম। আমার মেয়ে তো ওই সম্পর্ক নিয়ে আমাকেই দোষারোপ করে। বলে, আমিই নাকি সম্পর্ক শেষ করেছি। বলে ফেলে মাঝেমধ্যে, কী কারণে সম্পর্ক ভেঙেছে জানি না কিন্তু যাই হোক, এর জন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করব না।'

প্রসঙ্গত, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, বহু মানুষের ক্রাশ। তার সম্পর্ক মাঝেমধ্যেই ইন্ডাস্ট্রির হট টপিক হয়ে যায়। কিন্তু তিনি যে আদতে খুবই সাধারণ, স্বাধীনচেতা ও ভালো মেয়ে, তা ফিল্মফেয়ারকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলে ফেলেন। জানান, এখনও পর্যন্ত ৬ জনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন, ব্যাস। সেই প্রসঙ্গেই জিৎ উঠে আসেন আলোচনায়।

অভিনেত্রী বলেন, 'আমার মা-বোনও সবসময় ওর (জিতের) পক্ষই নিয়েছে। ওরা চেয়েছিল আমরা বিয়ে করি। আমার বোন তো কেঁদে ভাসিয়েছিল সম্পর্কটা ভেঙে যাওয়ার কথা শুনে। ও (মেয়ে অন্বেষা) জিতের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। যখন বড় হলো, ওর দাবি ছিল- জিৎ খুবই সুপুরুষ। মা তুমি এটা কী করলে।'

সম্পর্ক নিয়ে তার দাবি, 'আমার সিরিয়াস ৬টা সম্পর্ক ছিল। সেটাই মনে হয় ৬০০টা। কিন্তু আসলে সংখ্যা ৬টা।'

অবশ্য কী কারণে জিতের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয়েছিল, তা জানা যায়নি। পরেও কেউ এই বিষয় নিয়ে মুখ খোলেননি। জিত এই ঘটনার কয়েকবছর পর বিয়ে করেন। অন্যদিকে স্বস্তিকা নতুন করে সম্পর্কে জড়ালেও আর কাউকে বিয়ে করেননি।

বিয়ে করতে যাচ্ছেন রাশমিকা-বিজয়! কি ইঙ্গিত দিলেন ভাইজান?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণী সুপারস্টার বিজয় দেবরাকোন্ডা ও রাশমিকা মন্দানাকে নিয়ে সম্পর্কের গুঞ্জন চলছে। বলা যায়, বিনোদন জগতে এটি এখন 'ওপেন সিক্রেট'। এদিকে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে মুখ না খুললেও আকার ইঙ্গিতে দু'জনেই বুঝিয়ে দিয়েছেন তারা সম্পর্কে রয়েছেন। আবার এই জুটির রসায়নেও মুগ্ধ অনুরাগীরা।

ভক্তদের আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কবে বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন বিজয়-রাশমিকা? সেই ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছেন সালমান খান। তার পাশাপাশি ভাইজান এ-ও বলেছেন, রাশমিকাকে দেখে নিজের তরুণ বয়সের কথা মনে পড়ে যায়।

আসন্ন ঈদে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা 'সিকান্দার' সিনেমাতে সালমানের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন রাশমিকা। নায়ক-নায়িকার বয়সে ৩১ বছরের ব্যবধান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রচার অনুষ্ঠানে এই প্রসঙ্গে সালমানের মন্তব্য, 'নায়িকার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তাহলে আপনার কিসের সমস্যা? এরপরেই রাশমিকার বিয়ে হয়ে যাবে। ওর সন্তান-সন্ততি হবে। তারাও তো বড় হয়ে কাজ করবে। মায়ের থেকে তারা অনুমতি তো পেয়েই যাবে।'

এই মন্তব্যই বিজয় ও রাশমিকার বিয়ের জল্পনা উসকে দিয়েছে। খুব শীঘ্রই কি বিয়ে করছেন তারা? প্রশ্ন উঠছে অনুরাগীদের মহলে।

এ সময় রাশমিকাকে নিয়ে ভাইজান বলেছেন, 'রাশমিকা নিজের সেরা অভিনয়টা করেছে। ও 'পুষ্পা ২'-এর জন্য সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত শুটিং করতেন। তারপর রাত ৯টায় আমাদের ছবির শুটিং করতে আসত। সকাল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত আমাদের শুটিং চলত। পরের দিন ফের 'পুষ্পা ২'-এর শুটিংয়ে যেত।'

হারের দিনে ২৪ লাখ রুপি জরিমানা গুনলেন স্যামসন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে ম্যাচ হারের দিনে ২৪ লাখ টাকা জরিমানা গুনেছেন রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক সাঞ্জু স্যামসন। বুধবার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আইপিএলের ২৩তম ম্যাচে স্লো ওভার-রেটের কারণে তাকে এ জরিমানা করা হয়।

সাঞ্জু স্যামসন

আইপিএল কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এই জরিমানার কথা জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, 'রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক সাঞ্জু স্যামসনকে জরিমানা করা হয়েছে কারণ তার দল গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওভার শেষ করতে পারেনি।'

এটি চলতি মরসুমে রাজস্থান রয়্যালসের দ্বিতীয় স্লো ওভার-রেটের ঘটনা। এর আগে চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষের ম্যাচেও একই কারণে দলের অধিনায়ক রায়ান পরাগকে জরিমানা করা হয়েছিল। তখন পরাগকে ১২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী, এক মৌসুমে দ্বিতীয়বার স্লো ওভার-রেটের জন্য অধিনায়ককে দ্বিগুণ জরিমানা করা হয়।

শুধু অধিনায়ক নন, দলের বাকি খেলোয়াড়দেরও জরিমানা করা হয়েছে। একাদশে থাকা অন্য খেলোয়াড় এবং ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারকে ৬ লাখ রুপি অথবা তাদের ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে।

আগের মৌসুমে তিনবার স্লো ওভার রেটের অপরাধ করলে নিষেধাজ্ঞার নিয়ম ছিল। তবে এবার সেই নিয়ম বাতিল করেছে আইপিএল।

উল্লেখ্য, বুধবারের ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালস প্রথমে ব্যাট করে গুজরাট টাইটান্সের করা ২১৭ রানের জবাবে ১৯.২ ওভারে ১৫৯ রানে অলআউট হয়ে যায় এবং ৫৮ রানে পরাজিত হয়।

আইপিএলে ডি ভিলিয়ার্সের অনন্য কীর্তিতে ভাগ বসালেন সাই সুদর্শন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আইপিএলে এক মাঠে টানা পাঁচটি পঞ্চাশ ছাড়ানো ইনিংসের রেকর্ডটা এতদিন ছিল এবি ডি ভিলিয়ার্সের। গতকাল অবশ্য তাতে ভাগ বসিয়েছেন ভারতের সাই সুদর্শন।

দুর্দান্ত ছন্দে থাকা এই ব্যাটার আহমেদাবাদের নিজের ঘরের মাঠে তুলে নিয়েছেন টানা ৫ম পঞ্চাশোর্ধ। তাতেই আইপিএলের ইতিহাসে ডি ভিলিয়ার্সের রেকর্ডে ভাগ বসালেন এই ভারতীয়।

বেঙ্গালুরুর হয়ে ২০১৮ এবং ২০১৯ আসর মিলিয়ে ঘরের মাঠ চিন্নাস্বামীতে টানা ৫ ফিফটি হাঁকিয়েছিলেন ডি ভিলিয়ার্স। ৯০*, ৬৮৯, ৬৯, ৭০* এবং ৬৩ রানের ইনিংস খেলেছিলেন প্রোটিয়া ব্যাটার। সাই সুদর্শন একটা বিবেচনায় অবশ্য খানিক এগিয়ে থাকবেন। ডি ভিলিয়ার্স কোনো সেঞ্চুরি না পেলেও আহমেদাবাদে সুদর্শনের আছে একটা সেঞ্চুরিও। খেলেছেন ৮৪*, ১০৩, ৭৪, ৬৩ এবং ৮২ রানের ইনিংস।

ফার্নান্দেজ 'কোথাও যাচ্ছেন না', বললেন আমোরি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ফুটবল পাড়ায় জোর গুঞ্জন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছাড়ছেন অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজ। তবে সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন প্রধান কোচ রুবেন আমোরি। এই কোচ সাফ জানিয়ে দিলেন, এই গ্রীষ্মে দল ছাড়তে দেওয়া হবে না ফার্নান্দেজকে।

৩০ বছর বয়সী এই পর্তুগিজ মিডফিল্ডারের সঙ্গে গত আগস্টেই ২০২৭ সাল পর্যন্ত চুক্তি নবায়ন করেছিল ইউনাইটেড। চলতি মৌসুমে তিনি দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে রিয়াল মাদ্রিদে তার সম্ভাব্য যোগদান নিয়ে গুঞ্জন ছড়ায়। তবে সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে মঙ্গলবার নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে আমোরি বলেন, 'না, এটি ঘটবে না।'

কীভাবে তিনি এতটা নিশ্চিত? জবাবে এই সাবেক স্পোর্টিং কোচ হেসে বলেন, 'কারণ আমি তাকে আগেই বলে দিয়েছি!'

আমোরির কথায় হাস্যরসের ইঙ্গিত থাকলেও, তার বক্তব্য পরিষ্কার—ফার্নান্দেজ ইউনাইটেডেই থাকছেন। যদিও নতুন মৌসুমে স্কোয়াডে অনেক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আগেই। তবে সেখানে যে ফার্নান্দেজের

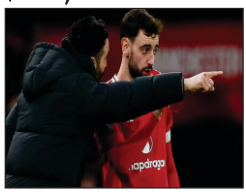

নাম নেই তা স্পষ্ট করে দেন তিনি।

এই মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৬টি গোল করেছেন, যেখানে ইউনাইটেডের আর কোনো খেলোয়াড় এখনো দুই অঙ্কের গোলসংখ্যায় পৌঁছাতে পারেননি। সবশেষ আন্তর্জাতিক বিরতির আগের সপ্তাহে তিনি দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন, পাঁচ গোল করেছিলেন, যার মধ্যে ছিল ইউরোপা লিগের শেষ ষোলোতে রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক।

এই মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে গোল ও অ্যাসিস্ট মিলিয়ে ফার্নান্দেজের নামের পাশে ৩১টি অবদান রয়েছে, যা লিগে মোহাম্মদ সালাহ (৫৪) ও আর্লিং হালান্ডের (৩৩) পর তৃতীয় সর্বোচ্চ। তবে ইউনাইটেডের সামগ্রিক পারফরম্যান্স আশানুরূপ নয়। তারা বর্তমানে লিগ টেবিলের ১৩তম স্থানে রয়েছে, যেখানে আগামী ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ তৃতীয় স্থানে থাকা নটিংহ্যাম ফরেস্ট।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR